[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার বিকালে বৈরুতের বন্দর এলাকার ওই বিস্ফোরণে পুরো বৈরুত শহর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। লেবাননের কর্মকর্তারা বলছেন, বিস্ফোরণস্থলের ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট আর করোনাভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়তে থাকা বৈরুতে বহু বছরের মধ্যে বিস্ফোরণে হতাহতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি।

লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালের রায়ের তিন দিন আগে ওই বিস্ফোরণের কারণ শুরুতে স্পষ্ট ছিল না।

তবে পরে দেশটির কর্মকর্তারা বিস্ফোরকের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনা জানান।

প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন এক টুইটে বলেছেন, কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দুই হাজার ৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বন্দরে মজুদ করে রাখা হয়েছিল, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, বৈরুতের বন্দর এলাকা থেকে বড়ু গম্বুজ আকারে ধোঁয়া উড়ছে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট বিস্ফোরণে গাড়ি, ভবন উড়ে যেতে দেখা যায়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণে বাড়িঘর এমন কেঁপে উঠেছিল যে, স্থানীয়রা ভাবছিলেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে মানুষের চিৎকার ও ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। বাড়িঘরের জানালার কাচ ও বেলকনি ভেঙেও অনেকে আহত হন।

সূত্র- যুগান্তর

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলা সরকারের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ : আ স ম রব

সকল ব্যর্থতাকে সফল বলার বিবেকহীন বয়ান প্রদান বন্ধ করা এবং সরকারের চরম গাফিলতি অনুসন্ধানের জন্য ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি।

আজ মঙ্গলবার জেএসডি’র সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার এক বিবৃতিতে এসব প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, করোনা প্রতিরোধসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে রাজনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মনগড়া সফলতার বিবেকহীন আত্মপ্রচার সরকারের বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। করোনা নিয়ন্ত্রণে আজগুবি সফলতা প্রমাণে পাণ্ডিতপনায় সরকার শুরু থেকেই কৌশলে সন্দেহজনকভাবে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করে যাচ্ছে। করোনায় আজ পর্যন্ত ঘোষিত ৩২৩৪ জন মানুষের মূল্যবান জীবন ঝরে যাওয়ার পরও সরকারের আত্মতুষ্টির বিবেকহীন নিষ্ঠুর উপাখ্যান জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে।

গত ৭০ দিনে ‘থাইল্যান্ডে’ একজনেরও মৃত্যু হয়নি তবু সে দেশের সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল বলে উল্লাস প্রকাশ করছে না। আর আমাদের প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল থাকার পরও সরকারের সফলতার মিথ্যাচার নির্মম তামাশার শামিল। এতে বাংলাদেশ ‘অমানবিক’ ও ‘অবিবেচক’ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হচ্ছে। করোনাভাইরাস সরকারের ‘বিবেক’ এবং ‘লজ্জা’এ দুটোকেই খেয়ে ফেলছে।

করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই সরকার বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের কোয়ারেন্টাইন, যথেষ্ট সংখ্যায় করোনা পরীক্ষা, করোনা রোগীদের আইসোলেশন, সক্রিয়ভাবে কন্টাক্ট ট্রেসিং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং লকডাউনসহ কোন কিছু কার্যকর করতে পারেনি।

উপরন্তু সরকার গার্মেন্টস খোলা-বন্ধ নিয়ে নাটক, ঈদে বাড়ি যাওয়া নিয়ে নানা রকম আদেশ, এবং লকডাউন না করে সারাদেশে অফিস ছুটি ঘোষণা করে সংক্রমণ বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এরপর সারা

পৃথিবীতে যখন লকডাউন চলছে তখন সীমিত আকারে অফিস খোলা এবং টেকনিক্যাল কমিটির সকল পরামর্শ উপেক্ষা করে মৃত্যু ও সংক্রমণ বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

দেশবাসী এখনো ভুলে নাই এবং কোন দিনই ভুলবে না যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে দ্বারে দ্বারে ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে অনেকে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতি এটাও ভুলবে না যে নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরকার কর্তৃক সরবরাহের কারণে করোনার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মূল্যবান জীবন বলিদান করতে হয়েছে।

ফলাফল যা হয়েছে তাহলো মানুষ করোনা আক্রান্ত হলেও আর এখন হাসপাতালে যায় না, সবাই হাসপাতাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসপাতালের বিছানা এখন খালি থাকে, এটাকে সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের মাপকাঠি প্রচার করছে – যা নিষ্ঠুরতার নামান্তর।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রত্যক্ষ মদদে যে সকল প্রতিষ্ঠান করোনা চিকিৎসা ও পরীক্ষা করার অনুমোদন পেয়েছিল সে সকল প্রতিষ্ঠানের ভুয়া সনদে অনেক মানুষের মৃত্যু এবং সংক্রমণ বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

সরকার সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েও আজ নির্লজ্জের মতো সাফল্যের বয়ান দিয়ে বিশ্বের কাছে রাষ্ট্রকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। করোনার ভুয়া সনদ সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ধূলিসাৎ করেছে আর করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের বয়ান বাংলাদেশকে অবিবেচক আর নিম্নমানের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

সরকারের সফলতার ধোঁকাবাজি বন্ধ এবং তার ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে ৪ দফা প্রস্তাবনা উত্থাপন করে দলটি। সেগুলো হলো-

(১) সরকারের ভুলের কারণে কত মানুষের মৃত্যু ও জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং করোনা সংক্রমণ বিস্তার লাভ করেছে তার জন্য ‘বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি’ গঠন।

(২) লণ্ডভণ্ড স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরসহ দুর্নীতিবাজদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা।

(৩) নিম্নমানের মাস্ক এবং সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা চিকিৎসক-নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুর

জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

(৪) বেসরকারি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমতি ও ভুয়া সনদ প্রদানে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

আমরা বহুদিন যাবত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য অবিলম্বে সকল অংশীজনকে নিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল (National Health Council – NHC) গঠন করে আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছি।

সুতরাং সাফল্যের মিথ্যা বয়ান বন্ধ করে ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং জনগণের জীবন সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সুপ্রিমকোর্টে স্বাভাবিক বিচারকাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার

করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্বাভাবিক বিচারকাজে ফিরবে কিনা, তা জানা যাবে বৃহস্পতিবার।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ওই দিন ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এ সভা করবেন।

বৃহস্পতিবারের সভার বিষয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সভার আলোচ্যসূচির প্রথমেই রাখা হয়েছে শারীরিক উপস্থিতিতে

সুপ্রিমকোর্টের বিচারকাজ পরিচালনার বিষয়টি।

এ ছাড়া সুপ্রিমকোর্টে বার্ষিক অবকাশকালীন ছুটির বিষয়েও আলোচনা হবে ওই সভায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে অবিলম্বে নিয়মিত আদালত চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতির কাছে গত ৮ জুলাই প্রস্তাব করে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

একই সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বার্ষিক ছুটিসহ সব আদালতের ডিসেম্বরের ছুটি বাতিলের দাবিও জানানো হয়।

২৬ জুলাই প্রধান বিচারপতির কাছে আবারও সেই প্রস্তাব পাঠায় সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

এর মধ্যে গত ৩০ জুলাই অধস্তন আদালতে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে স্বাভাবিক বিচারকাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত আসে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে।

করোনা পরিস্থিতিতে গত ২৬ মার্চের পর দফায় দফায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হয়। সবশেষ গত ১৬ মে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

তবে সরকার ৩০ মে মাসের পর সাধারণ ছুটি আর না বাড়ালেও আদালত অঙ্গনে নিয়মিত কার্যক্রমের পরিবর্তে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভার্চুয়াল বিচার কাজ অব্যাহত থাকবে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনা রোগী ২ লাখ ৪৪ হাজার, মৃত্যু ৩২৩৪

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা গত দুদিন কিছুটা কম থাকলেও

১১ দিন। ২৮ জুলাই দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কাঁটায় কাঁটায় তিন হাজার। সেখান থেকে তিন হাজার ২০০ ছাড়াতে সময় লাগল এক সপ্তাহ।

মৃতদের অধিকাংশই পুরুষ, দুই হাজার ৫৪৯, নারী ৬৮৫ জন। বেশিরভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের।

সূত্র- যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯১৮ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

নতুন করে ৫০ জন নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার ২৩৪ জনে। আর মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জন।

মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন ও নারী ৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন। এ সময়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি।

দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

বুলেটিনে বরাবরের মতো করোনা থেকে সুরক্ষিত ও সুস্থ থাকতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান ডা. নাসিমা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোলরূম সূত্রে জানা গেছে, জুন মাসে ৯৮ হাজার ৩৩০ জন

আক্রান্ত হন। জুন মাসে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার ২৭৮ জন আক্রান্ত হন। আর সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। সংখ্যাটি ১ হাজার ২৬৪ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত মেজর (অব.) সিনহা

পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পুলিশের গুলিতে নিহত সাবেক মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। সোমবার তার দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজারের টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুরে বাহারছড়া তল্লাশি চৌকিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। এদিকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা রাশেদ খান নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আজ মঙ্গলবার থেকে তদন্ত কাজ শুরু করবে।

এদিকে তার মৃত্যুর পর প্রথমে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহা. শাহজাহান আলিকে প্রধান করে তিন সদস্যদের কমিটি গঠন করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্গঠন করা কমিটিতে প্রধান করা হয়েছে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে। পুনর্গঠিত কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।

কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন প্রতিনিধি, রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও কক্সবাজারের এরিয়া কমান্ডারের একজন প্রতিনিধি, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির একজন প্রতিনিধি, কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি রাখা

হয়েছে।

সাবেক মেজর (অব.) সিনহা ২০১৮ সালে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যান। তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ খানের ছেলে।

গত ৩ জুলাই স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের তিন শিক্ষার্থীসহ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভ্রমণ ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজারে যান। ৩১ জুলাই রাতে শামলাপুরের একটি পাহাড়ি এলাকায় শুটিং শেষে ফেরার পথে তল্লাশির সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দেশে একদিনে মৃত্যু ৪৮, শনাক্ত ২৬৯৫

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা এবং ১৭ জন ঢাকা বিভাগের ও বাকিরা অন্যান্য বিভাগের।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের। একই সময়ে নতুন করে আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

বুলেটিনে জানানো হয়, দেশের গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৭ জনের এবং আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৯৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলো।

এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন। ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন। সেই সঙ্গে আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। পাশাপাশি আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৯৬০ জন।

বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র- ইত্তেফাক

ঈদের দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোরবানির ঈদের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঈদের দিন সারা দেশে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা কম। তবে ওই দিন রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, এখন এমনিতেই বর্ষাকাল চলছে। ২৭ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশের ৩১টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। একদিকে ভারি বর্ষণ, অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। অবশ্য ২৭ জুলাই থেকে মৌসুমি বায়ু যতটা সক্রিয়, আগামী শনিবার ঈদের দিন মৌসুমি বায়ু ততটা সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা কম। সে কারণে বৃষ্টি হলেও পরিমাণে কম হবে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, উত্তরের রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাটসহ ওই অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টি তুলনামূলক বেশি হতে পারে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় নেত্রকোনা, শেরপুর,

জামালপুর অঞ্চলেও তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে অন্য বিভাগগুলোতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিমাণে কম। রোদও থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে ৮৯ মিলিমিটার। ঢাকায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ মিলিমিটার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন